[redacted]

[redacted]

দেশে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছুঁই ছুঁই

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯০৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ জন ও নারী ৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৩ হাজার ৪৩৮ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৭২১ জন আর নারী ৭১৭ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৯০৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

সূত্র- যুগান্তর

১৫০ বারের বেশি মিথ্যা, প্রশ্নবানে সংবাদ সম্মেলন ছাড়লেন ট্রাম্প

সংবাদ সম্মেলনে আবারও মিথ্যা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ সময় সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের তোড়ে সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে চলে যান ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট। শনিবার নিউজার্সিতে নিজস্ব বেডমিনিস্টারে গলফ ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে।

সংবাদ সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম তিনি পাস করেছিলেন। আদতে সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের

চিকিৎসা সহায়তা–সংক্রান্ত এই বিলটি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পাস করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প অবলীলায় এই বিল পাসের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন। সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, এই একই মিথ্যা দেড়শ’ বারের বেশি ট্রাম্প বলেছেন। বিষয়টি এক সাংবাদিক ধরিয়ে দিলে ট্রাম্প আর কালক্ষেপণ না করে দ্রুত সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে চলে যান।

এর আগে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প জোর গলায় দাবি করেন, দশকের পর দশ চেষ্টা করেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্ট ভেটেরানস চয়েজ প্রোগ্রাম পাস করতে পারেননি। কিন্তু আমরা করেছি।

বস্তুত, ২০১৪ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রবীণদের সেনা কর্মকর্তাদের চিকিৎসা সহায়তার বিলে সই করে একে আইনে রূপান্তর করেন। এই আইনের কারণে সাবেক সেনা সদস্যরা ভেটেরান হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ভিএ) বাইরেও সরকারি স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসার সুযোগ পান। আইনটি প্রণয়নে ডেমোক্রেট রিপাবলিকান দুই দলই উদ্যোগই নিয়েছিল। এতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও অ্যারিজোনার প্রয়াত সিনেটর জন ম্যাককেইন। এই বিলের পক্ষ নেয়ার দুজনকেই শুরু থেকেই নানা ধরনের সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। পরে ওবামা বিলটি পাস করান।

এই বিলে ট্রাম্পের অবদান যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। পরবর্তীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেটেরান–সম্পর্কিত এই আইনে সই করেন ২০১৮ সালে। সেই আইনটি হচ্ছে ভিএ মিশন অ্যাক্ট, যেখানে এই চয়েস প্রোগ্রামের আওতা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বরাবরই ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম চালুর কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন। সঙ্গে এও বলছেন যে এই আইনটি পাসে তার আগে গত ৫০ বছরে আসা সব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যর্থ হয়েছেন।

গতকাল শনিবার এই একই মিথ্যা তিনি আবার বললে সিবিএস নিউজের হোয়েইট হাউস প্রতিনিধি পলা রেইড প্রশ্ন করেন, ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম পাস করেছেন বলে আপনি বারবার দাবি করছেন কেন? এ সময় ট্রাম্প অন্য এক সাংবাদিকের কাছ থেকে প্রশ্ন নেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি করোনাভাইরাস প্রসঙ্গ উঠান। উদ্দেশ্য ছিল, আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া। কিন্তু রেইড বলতে থাকেন, ‘আপনি বলছেন যে ভেটেরানস চয়েস পাস করেছেন আপনি। কিন্তু এটি ২০১৪ সালে পাস হয়েছিল। আপনার এই বিবৃতি তো মিথ্যা।’

পলা রেইডের এই বক্তব্যের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প থমকে যান। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, ‘ঠিক আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।’ এই বলে সংবাদ সম্মেলন ইতি টানেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বেডমিনিস্টারে গলফ ক্লাব থেকে সোজা বেরিয়ে যান।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় মৃত্যুর মিছিল ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। রোজ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছেন। এরই মধ্যে লাশের সারি ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দুই কোটি ২৫ হাজার ২৪৫ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক কোটি ২৮ লাখ ৯৯ হাজার ৮০১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৯৯৭ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসাধীন ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৪৭ জন।

আক্রান্ত ও মৃত্যুতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৬৫ হাজার ৬১৭ জন।

সংক্রমণ ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮২। এর মধ্যে মারা গেছেন এক লাখ এক হাজার ১৩৬ জন।

আক্রান্তে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২২ লাখ ১৪ হাজার ১৩৭। এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৪ হাজার ৪৬৬

জন। তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৮ জন।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৭ হাজার
৫৩৬। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৪ হাজার ৯৩১ জন। তবে আক্রান্তদের অধিকাংশই এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ লাখ ৯৩ হাজার ৪২২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে তিন হাজার ৩৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনাক্ত হয়েছেন দুই লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সূত্র- যুগান্তর

যারা রক্তপাত ঘটিয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র মানায় না: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা এ দেশের রাজনীতিতে রক্তপাত, হত্যা আর প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা আরেক ষড়যন্ত্রের অংশ।

তিনি সকালে ময়মনসিংহ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়সভায় যুক্ত হন।

বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে মির্জা ফখরুলের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে জানতে চান– রাজনৈতিক কারণে কাকে, কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা বলুন?

তিনি বলেন, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না।

ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন অপরাধে নিজেদের দলের লোকদেরও ছাড় দিচ্ছে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, তা হলে বিএনপি সমর্থিত কোনো অপরাধী গ্রেফতার হলে অভিযোগ কেন?

সূত্র- যুগান্তর

জামিন পেলেন মেজর সিনহার সহযোগী সিফাত

মাদক ও হত্যা মামলায় জামিন পেয়েছেন কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মো. রাশেদ খানের সহযোগী সিফাত।

আজ সোমবার (১০ আগস্ট) শুনানি শেষে কক্সবাজারের চিফ জুডিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। একইসাথে সিফাতের বিরুদ্ধে করা দুটি মামলার তদন্তভার পুলিশের কাছ থেকে র্যাবে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এর আগে রবিবার জামিন পান সিনহার আরেক সহযোগী শিপ্রা। গতকাল সিফাতেরও জামিন আবেদন করা হয়। বিচারক তামান্না ফারার আদালতে সিফাতের বিরুদ্ধে করা দুটি মামলার শুনানি হয়। তবে সিফাতের জামিন আদেশ সোমবার নির্ধারণ করেন বিচারক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না: সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন,

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না, ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা তা প্রমাণ করেছেন।

আজ রবিবার গোপালগঞ্জ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন।

শেখ হাসিনা সরকার জনগণের মনের ভাষা বুঝেন বলেই যে কোন বিষয়ে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে কোন অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর এবং তা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ নানান ভাবে কথা বলেন, ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রেখে বলেন ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান, স্বাস্থ্যখাতে জেকেজি, রিজেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান চালানোর আগে সরকারকে কেউ বলে দেয়নি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার নিজেই এসকল অনিয়ম উদঘাটন করেছেন, কোন ধরনের ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেনি।

যারা সরকারের সমালোচনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাদের আমলে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

তিনি বলেন, দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আর দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই তাদের সফলতা।

বিএনপি দলীয় গঠনতন্ত্র থেকে ৭ ধারা বাতিল করে দুর্নীতিবাজদের

দলীয় নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

শেখ হাসিনা সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচারে সোচ্চার থেকেছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, অপরাধীকে দলীয় পরিচয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, অপরাধী যে দলেরই হোক বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সিনহার সহযোগী শিপ্রার জামিন, সিফাতের শুনানি কাল

কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের সহযোগী শিপ্রা দেবনাথের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে তার আরেক সঙ্গী স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী চিত্রগ্রাহক সাহেদুল ইসলাম সিফাতের জামিন আবেদনের শুনানি আগামীকাল সোমবার নির্ধারণ করা হয়েছে।

রামু থানায় করা মামলায় রোববার শিপ্রার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ১-এর বিচারক দেলোয়ার হোসেন।

বিষয়টি রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন শিপ্রার আইনজীবী অরুপ বড়ুয়া তপু।

শিপ্রা দেবনাথের বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর থানা এলাকায় এবং তিনি ঢাকার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সে সুবাদে মা-বাবা নিয়ে ঢাকার রামপুরা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।

এদিকে নিহত সিনহার আরেক সহযোগী সিফাতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় করা মাদক ও অস্ত্র মামলার শুনানি হবে সোমবার। আদালত সূত্রে বরাত দিয়ে তার আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ৩ জুলাই স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের তিন শিক্ষার্থীসহ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভ্রমণ ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজারে যান সিনহা।

৩১ জুলাই রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

পরে গত বুধবার তার বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস ৯ পুলিশ সদস্যকে আসামি করে আদালতে মামলা করলে আদালত মামলাটি টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নথিভুক্ত করার আদেশ দেন।

পাশাপাশি র্যাব ১৫-এর কমান্ডারকেও তদন্ত করার নির্দেশ দেন। পরে বৃহস্পতিবার বিকালে এ মামলায় ওসি প্রদীপসহ সাত আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বর্তমানে সবাই কক্সবাজার জেলা কারাগারে রয়েছেন।

এদিকে সিনহা হত্যার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার তদন্তকারী সংস্থা র্যাবের পক্ষ থেকে আসামিদের ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়।

প্রথমে টেকনাফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক হেলাল উদ্দিন মৌখিকভাবে টেকনাফ থানার সদ্য সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদ্য সাবেক ইনচার্জ পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিতের সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বাকি চার আসামি এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুনকে দুদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন। পরে লিখিত আদেশে সবারই সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সূত্র- যুগান্তর

রক্তের ‘এ’ গ্রুপে করোনা বেশি ভয়াবহ, ‘ও’ গ্রুপে কম!

প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস রক্তের ‘এ’ গ্রুপে বেশি ভয়াবহ, আর ‘ও’ গ্রুপে কম আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এমন তথ্যই জানানো হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-জার্নাল ‘নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন’-এ। খবর আনন্দবাজারের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা চালানো হয়েছে ইউরোপের দুটি দেশ স্পেন ও ইতালিতে। করোনা সংক্রমণের হার ও মৃতের সংখ্যায় যে দুটি দেশই রয়েছে সামনের সারিতে। গবেষণাটি নির্দিষ্ট জিন ও ক্রোমোজোমের সঙ্গে রোগীদের দেহে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠার একটি সম্পর্ক (কোরিলেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন) খুঁজে পেয়েছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ‘এ’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অন্যান্য গ্রুপের রক্তবাহকদের থেকে অন্তত ৪৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ‘ও’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য গ্রুপের মতোই ‘ও’ গ্রুপের অন্তত ৬৫ শতাংশ রক্তবাহকের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটছে।

তাদের দাবি, ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরেও কোভিড-১৯ ভাইরাস ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহক রোগীদের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। তবে আমাদের শরীরে কোভিডের দ্রুত ভয়াবহ ওঠা ঠেকাতে ‘ও’ গ্রুপের মতো ততটা কার্যকরী নয় ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের রক্ত। ‘এবি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘ও’ গ্রুপের চেয়ে কম। ‘বি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘এবি’ গ্রুপের চেয়েও কম।

স্পেন ও ইতালির করোনায় চরম সঙ্কটাপন্ন ৮ লাখেরও বেশি মানুষের জিনোম পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন আরও বহু মানুষকে, যারা করোনায় আক্রান্ত হননি।

ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালেল অধ্যাপক চিকিৎসক অনহিতা দুয়া বলেছেন, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, করোনা সংক্রমণ আমাদের দেহে ভয়াবহ হয়ে ওঠার ক্ষ◌েত্রে শুধু রক্তের নির্দিষ্ট কোনও

গ্রুপেরই ভূমিকা রয়েছে। একটা ‘কোরিলেশন’ বা ‘অ্যাসোসিয়েশন’ (পারস্পরিক সম্পর্ক) খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র।

শুধুমাত্র জিন-স্তরে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বলব, ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহকদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ নেই। আবার এটাও বলব না, ‘ও’ গ্রুপের রক্তবাহকরা খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এটা একটা হাইপোথিসিস। কোনও থিয়োরি নয়। কোনও মডেলও নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন